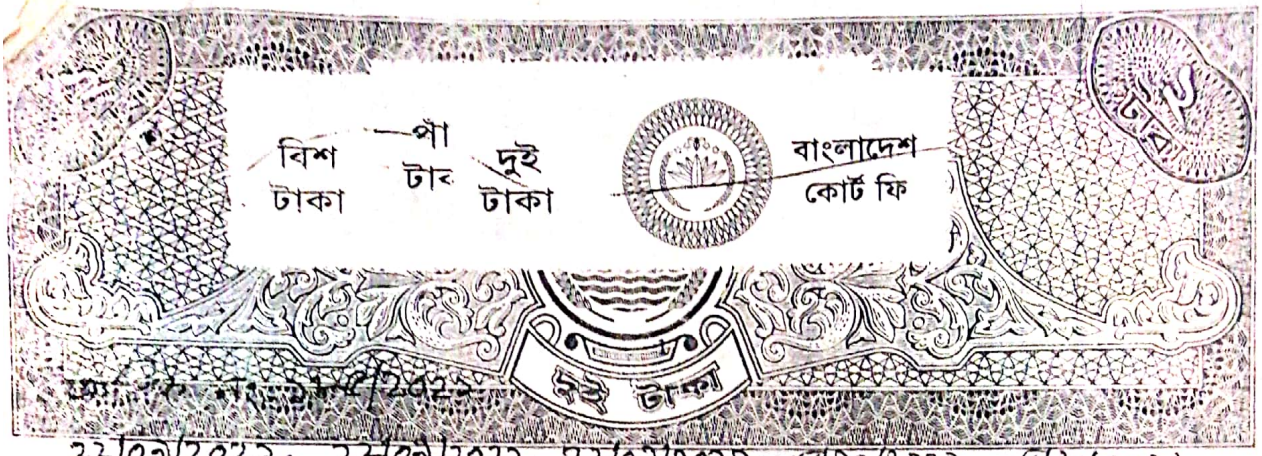

বিশ টাকা পাঁ টাকা দুই টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

দুই টাকা

22/07/2021, 22/07/2021, 22/07/2021, 04/10/2021, 04/10/2021

জেলা- ঢাকা
ডেথ রেফারেন্স নংঃ ৫৪/২০২১
রাষ্ট্র
বনাম
সৈয়দ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই (পলাতক)
এবং
অন্যান্য

## ৩৪২ ধারায় অভিযুক্ত ব্যাক্তির পরীক্ষা

১। মোঃ শাফিউর রহমান ফারাবি

সঃ বিঃ বিঃট্রাঃ মামলা নং ২৬/২০১৯

সূত্রঃ শাহবাগ থানার মামলা নং ৫১(২) ১৫

FORM OF RECORDING EXAMINATION OF ACCUSED.

(C.O.No. 3 of 24th March,1880, amended by C.O.No.2 of 1st March,1901)

Examination of Accused Person

(Section 342 of the Criminal Procedure Code)

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা

(ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪২ ধারা)

আন্দাজী ২৯ বৎসর বর্ষ বয়স্ক .........শাফিউর রহমান ফারাবী..............র

পরীক্ষা জেলা ও দায়রা জজ শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আমি মোঃ মজিবুর রহমান ..........কর্তৃক

সঃ বিঃ বিঃট্রাঃ ঢাকা স্থানে সন ২০২১ খৃষ্টাব্দের.......২৭....তারিখে.....জানুয়ারী.........

.......বাংলা.......ভাষায়......৩৪২......ধারায় অনুদিত হইয়া গৃহীত হইল।

আমার নাম ঃ- মোঃ শাফিউর রহমান ফারাবী (২৯)

আমার পিতার নাম ঃ- মৃত ফেরদৌস উর রহমান

আমি জাতিতে ঃ- বাংলাদেশী আমার ব্যবসায় ঃ- কৃষি

আমার বাড়ী ঃ- রহমান ভিলা, কুমাশীল মোড় কালিশ্রী পাড়া মৌজা, পুলিশ-ষ্টেশনঃ বি-বাড়ীয়া সদর

জেলা ঃ- বি-বাড়ীয়া আমি শাফিউর রহমান ফারাবী বাস করি।

1

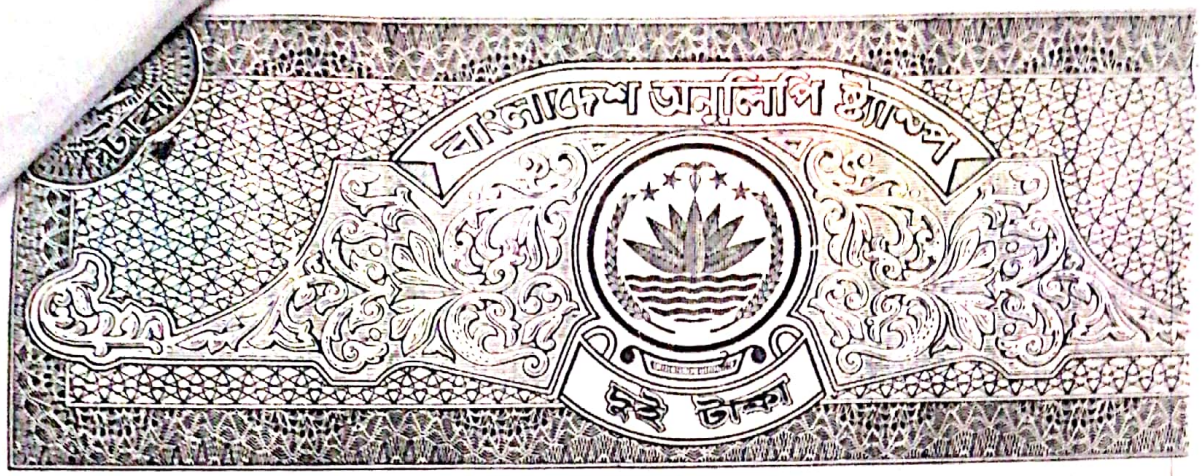



স্বাঃ/ শাফিউর রহমান ফারাবী

(অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা চিহ্ন)

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট

২৭/১/২০২১

মোঃ মজিবুর রহমান

বিচারক জেলা ও দায়রা জজ

সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঢাকা।

উপরোক্ত পরীক্ষা আমার সমক্ষে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইল এবং ইহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির উক্তি সম্পূর্ন ও যথাযথরুপে লিখিত হইয়াছে।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট

২৭/১/২০২১

মোঃ মজিবুর রহমান

বিচারক জেলা ও দায়রা জজ

সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঢাকা।

আপনার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(ক)(অ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং আপনার বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ প্রমানের জন্য প্রসিকিউশন পক্ষ ২৮ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছে এবং কিছু আলামত প্রমানে এনেছে। আপনি উক্ত সাক্ষীদের জবানবন্দি শুনেছেন এবং আপনার পক্ষ হতে উক্ত সাক্ষীগনকে জেরা করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ ১। এখন আপনার বক্তব্য কি?

উত্তরঃ আমি নির্দোষ

প্রশ্নঃ ২। আপনি কোন বক্তব্য দেবেন কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ লিখিত বক্তব্য দাখিল করব। ১৭ই মার্চ ২০১৪ এবং ৫ই ডিসেম্বর ২০১৩ এর Facebook status গুলো আমার।

প্রশ্নঃ ৩। আপনি কোন সাফাই সাক্ষ্য দেবেন কি?

উত্তরঃ না।

স্বাঃ/ শাফিউর রহমান ফারাবী

(অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা চিহ্ন)

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট

২৭/১/২০২১

মোঃ মজিবুর রহমান

বিচারক জেলা ও দায়রা জজ

সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঢাকা।

উপরোক্ত পরীক্ষা আমার সমক্ষে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইল এবং ইহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির উক্তি সম্পূর্ন ও যথাযথরুপে লিখিত হইয়াছে।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট

২৭/১/২০২১

মোঃ মজিবুর রহমান

বিচারক জেলা ও দায়রা জজ

সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঢাকা।

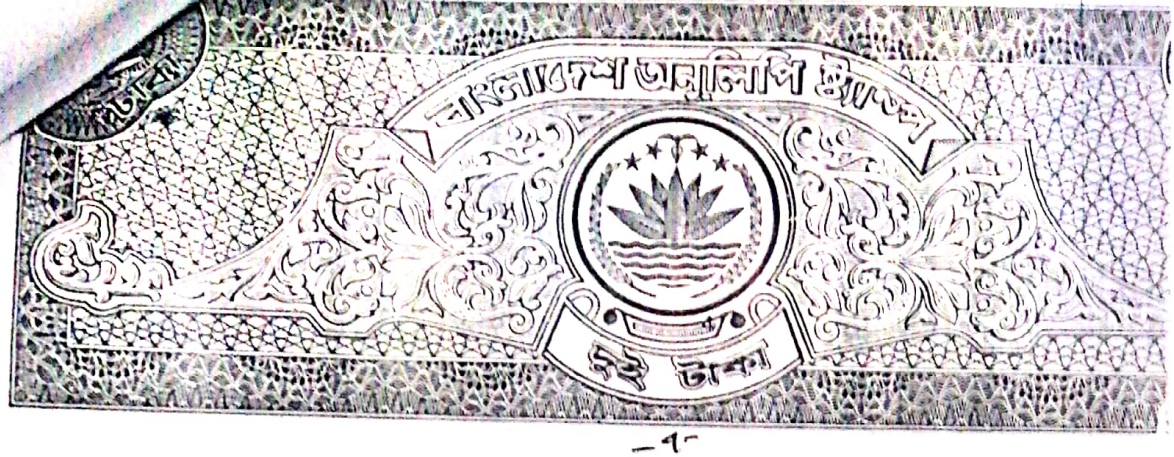



**শাফিউর রহমান ফারাবী এর লিখিত বক্তব্য**

বরাবর

বিজ্ঞ জজ

সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনাল

মামলা নং- ২৬/১৯

বিষয়ঃ- ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামীর জবানবন্দী ।

| আসামীর স্থায়ী ঠিকানা | আসামীর বর্তমান ঠিকানা |
|---|---|
| শাফিউর রহমান ফারাবী | শতাব্দী বিল্ডিং, নীচতলা ৭ নং রুম |
| পিতা- ফেরদৌসুর রহমান (মৃত) | |
| মাতা- উম্মে সালমা শেলী (মৃত) | কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় |
| রহমান ভিলা | কারাগার, কাশিমপুর গাজীপুর । |
| কুমারশীল মোড়, কালাইশ্রী পাড়া | |
| ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর | |
| জেলা- ব্রাহ্মনবাড়িয়া । | |

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি শাফিউর রহমান ফারাবী আজকে দীর্ঘ ৬ টি বছর কারাগারের ভিতর মানবেতর জীবন যাপন করছি । নিজের আসল

নাম ও ছবি ব্যবহার করে লেখালেখি করার কারণে বারবার বামপন্থী মিডিয়ার আক্রোশের শিকার হয়েছি। আমি এই নিয়ে ৩ বার কারাগারে এসেছি। অভিজিৎ/ গাভীজিৎ/ সমজিৎ/ ভন্ডজিৎ হত্যা হয়েছে ২০১৫ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী।

এর ঠিক ২ দিন পরেই RAB আমাকে গুম করে। অভিজিৎ মারা যায় শাহবাগের TSC চত্বরে। আর সেই সময় আমি সিলেটের ভাড়া বাসায় মুন্সীপাড়ায় ছিলাম। RAB আমাকে সিলেটের বন্দর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে সাথে সাথে আমার চোখ বেঁধে ফেলে এবং দুই হাতে পিছনে নিয়ে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে দেয়। চার্জশীটের জব্দ তালিকা- ৫ এ দেয়া আমার ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ২ টি 01710933470, 01836638195 Trace করলেই আপনি দেখতে পারবেন ২০১৫ সালের পুরো ফেব্রুয়ারী মাসটাই আমি সিলেটে আমার ভাড়া বাসায় ছিলাম। বিশেষ করে ২০১৫ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী যে দিন অভিজিৎ রায় হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় সেদিন আমি মসজিদে এশার সালাত আদায় করে বাসায় ছিলাম। সিলেটের মুন্সীপাড়া এলাকার ইমাম, এলাকাবাসীকে জিজ্ঞাসা করলেই এই ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে যাবে। কিন্তু অন্ধকারে হেটে বেড়ানো RAB ২০১৫ সালের মার্চের ২ তারিখ সংবাদ সম্মেলন করে বলে তারা নাকি আমাকে ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে। আমি RAB এ মোট ৪ দিন ছিলাম। এই ৪ দিনেই RAB আমার দুই

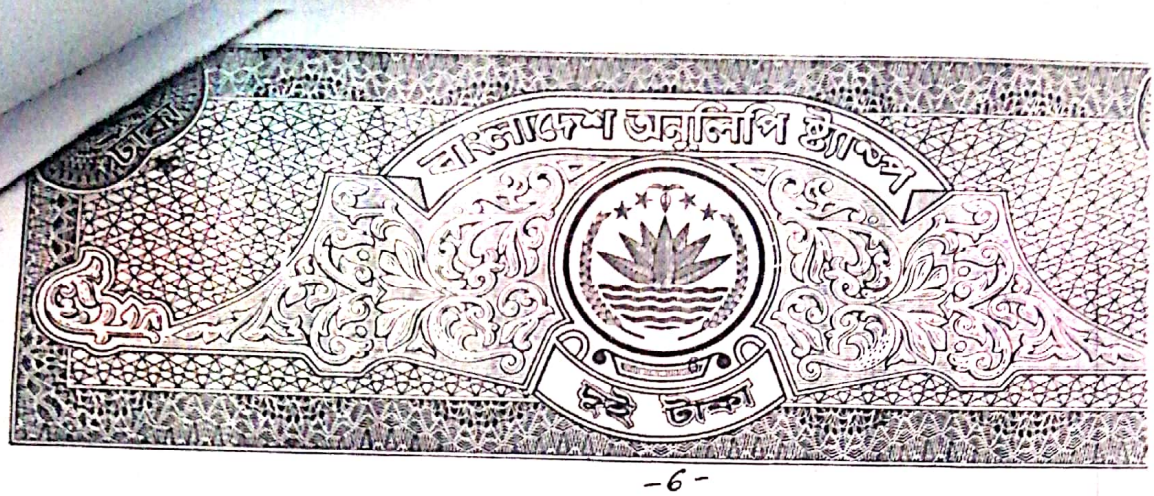



চোখ বেধে রেখেছিল এবং দুই হাতের পিছনে হ্যান্ডকাপ দিয়ে বেধে রেখেছিল। পরবর্তীতে আমি যখন DB (South) এ যাই তখন ডিবি (দক্ষিন) এর ADC ছিল মানস কুমার পোদ্দার এবং DC ছিল কৃষ্ণপদ রায়। আমি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি করার কারনে এই দুইজন আমার সাথে সাম্প্রদায়িক আচরন করে। ২০১৫ সালের মার্চের ৩ তারিখ এ আমি যখন RAB থেকে ডিবি (দক্ষিন) এর হেফাজতে থাকি তখনই আমার বিরুদ্ধে ADC মানস কুমার পোদ্দার এবং DC কৃষ্ণপদ রায় মোট ৩ টি মামলা Ready করে ফেলে। আমি DB (South) এ একটানা ২৩ দিন রিমান্ডে থাকি। রিমান্ডের এক পর্যায়ে রমনা জোনাল টিমের কনস্টেবল সাইফুল কবীর আমার দুই কানের একসাথে এতগুলি থাপ্পার মারে যে আমার কান এখনো ব্যাথা করে। আমি আপনার কাছে এই ঘটনার বিচার প্রার্থী।

সংবিধানে বলা হয়েছে একটি ঘটনায় শুধুমাত্র একটি মামলা হবে। কিন্তু অভিজিৎ রায় এর বিরুদ্ধে লেখালেখি করার কারনে আমার নামে ৩ টি মামলা হয়। এর মধ্যে সিলেটের ব্লগার অনন্ত বিজয় হত্যা মামলাটিও আমার নামে দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য অনন্ত বিজয় যখন নিহত হয় তখন আমি কারাগারে অন্তরীন ছিলাম। এরপরেও ঐ মামলার চার্জশীটে আমার নাম দেয়া হয়। অভিজিৎ মামলায় আমার রিমান্ড শুরু হয় ২০১৫ মালের

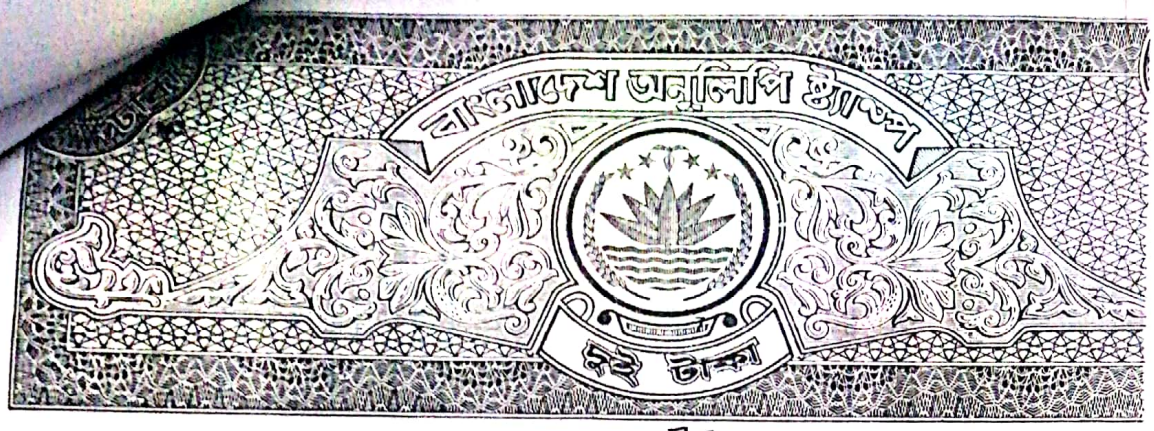


বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা



মার্চের ২ তারিখে। আর অনন্ত বিজয় নিহত হয় ২০১৫ সালের মে ১২ তারিখ। এই মামলার একটি মাত্র স্বীকারোক্তিতে আমার নাম নেই । অভিজিৎ রায় সংক্রান্ত একটি স্ক্রীনশটের কারনে আমাকে অনন্ত বিজয় হত্যা মামলায় জড়িত করা হয়েছে। বর্তমানে ঐ মামলাটি সিলেটের সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। মামলা নং- সিলেট এয়ারপোর্ট ১২(৫)১৫ নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করার কারনে সাইবার ট্রাইব্যুনালে আমার নামে আরেকটি মামলা হয়। মামলা নং- ২৬/১৬ ঐ মামলায় বিজ্ঞ জজ আশ শামছ জগলু Sir আমাকে খালাস দেয়। আশা করি এই মামলায়ও আপনি আমাকে খালাস দিবেন।

এখন অভিজিৎ রায়ের ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলব। এই মামলার চার্জশীটে অভিজিৎ রায়ের মুক্তমনা ব্লগের ১ টি লেখার কথা বলা আছে। লেখাটির নাম "বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নতুন সংযোজন 'ধর্ম ও নৈতিকতা' নিয়ে কিছু কথা। এই ব্লগে গাভিজিৎ রায় আল্লাহর রাসূলের ৩ জন সম্মানিত স্ত্রী উম্মুল মুমেনীন হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রাযিয়াল্লহু আনহা, উম্মুল মুমেনীন হযরত জুয়ায়রিয়া বিনতে হারেস রাযিয়াল্লাহু আনহা, হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহাকে conqubine বা রক্ষিতা বলে পুরো মুসলিম জাতিকে অপমান করে। এর মাঝে হযরত সাফির‍্যাহ বিনতে দুয়াই রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আল্লাহর রাসূল খায়বার বিজয়ের পর বিয়ে করেন। এ সংক্রান্ত হাদীস

7

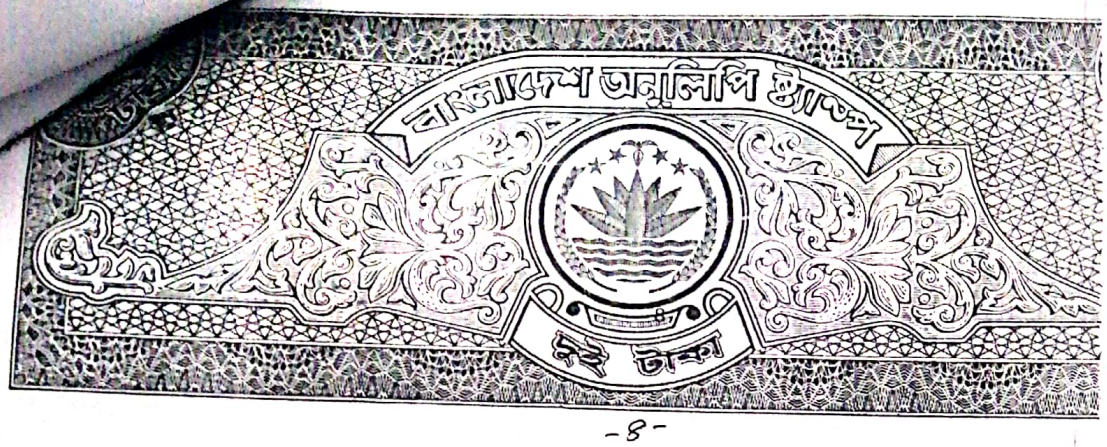


বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা



গুলিতে বিকৃত করে অভিজিৎ রায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে চরম কিছু মিথ্যাচার করে। আমি এই ব্যাপারটা আমার ফারাবী ব্লগ (www.farabiblog.com) এ প্রকাশ করেছিলাম।

লেখাটির শিরোনাম "অভিজিৎ রায়ের হাদীস বিকৃতির কিছু নমুনা ১ম পর্ব" শীর্ষক ব্লগে প্রকাশ করেছিলাম। আমার এই লেখাটা সাইবার ট্রাইব্যুনালের মামলা নং- ২৬/১৬ কে সংরক্ষিত আছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম সাইবার ট্রাইব্যুনালের আমার কেইস ডকেট/ CD টা নিয়ে এসে আমার এই লেখাটা পড়তে। কিন্তু আপনি তা করেননি। আমার যদি কোন ব্যক্তিগত উকিল থাকত তাহলে আমি সাইবার ট্রাইব্যুনাল থেকে আমার লেখাগুলি ফটোকপি করে আপনাকে দেখাতাম । সাইবার ট্রাইব্যুনালের মামলা নং- ২৬/১৬ তে আমার farabiblog এর অনেকগুলি লেখা সংরক্ষিত আছে। কিন্তু আপনার ট্রাইব্যুনালের CD তে শুধু আমার ফেইসবুকের ৪ টি Status দেয়া হয়েছে। মামলার IO চালাকী করে আমার ফারাবী ব্লগের লেখাগুলি দেয় নাই। অভিজিৎ মামলার চার্জশীট এর জায়গাতেও IO বলেনি যে অভিজিৎ রায় চরম ইসলাম বিদ্বেষী ব্লগার চক্রের নেতৃত্ব দিত। মূলত অভিজিৎ রায় ছিল একটি বিষবৃক্ষ যে নাস্তিক তৈরী করত। কিন্তু DB, CT এর কর্মকর্তারা অভিজিৎ রায়কে একদম গঙ্গাজলে ধুয়ে দিয়েছে। যেন অভিজিৎ রায় ধোয়া তুলসী পাতা কোন দিন কোন

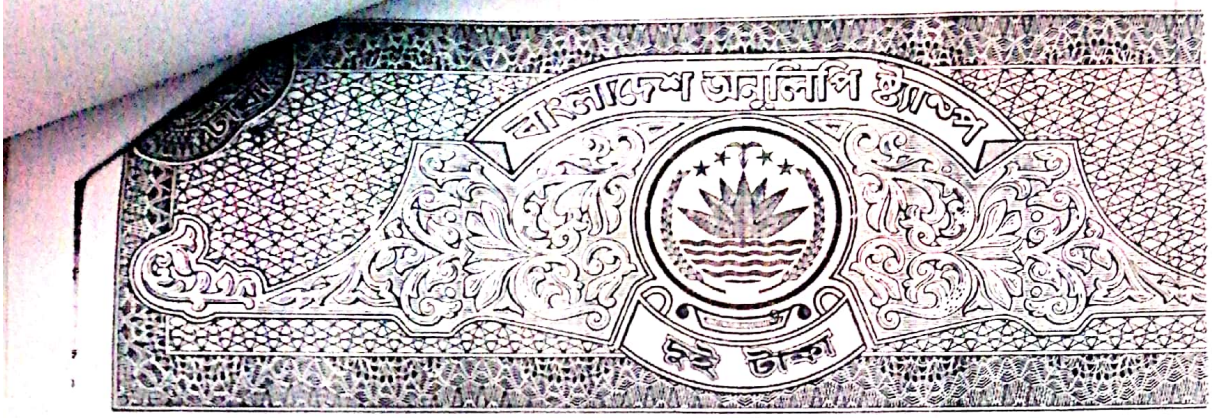

বাংলাদেশ অনলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা



অন্যায় করেনি। আমার দৃষ্টিতে নাস্তিকরা হচ্ছে পোকামাকড়ের ন্যায় আর পোকামাকড়দের মরে যাওয়াই ভাল। এই মামলার কেইস ডকেট আমার নামে যে comment গুলি দেয়া হয়েছে এর অনেকগুলি comment ২০১৫ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের। এতে বুঝাই যাচ্ছে আমি জেলে যাবার পর RAB ও DB আমার ID ব্যবহার করে এই comment গুলি করেছে যেন তারা আমাকে আরেকটা বড় বিপদে ফালাতে পারে।

নিজের আসল নাম ও ছবি ব্যবহার করে ফেইসবুক ও ব্লগে লেখালেখি করার কারনে এই আওয়ামী লীগ সরকার আমাকে এই পর্যন্ত ৫ টি মামলা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আমি কারাগারে অন্তরীন অবস্থায় আছি। আপনি দেখবেন আমি কোর্টে একটি ভাঙ্গা চশমা পরে আসি। এই চশমাটা আমি কারাগারে ঢুকার আগে থেকেই ব্যবহার করি। এই দীর্ঘ ৬ বছর আমি একটা নতুন চশমা ও সংগ্রহ করতে পারি নাই। মুক্ত জীবনে থাকা অবস্থায় কখনোই কোন বৈধ বা নিষিদ্ধ সংগঠনে জড়িত না থাকার কারনে কারাগারে ঢুকার পর থেকে কোনদিনও কোন গোষ্ঠি থেকে ১০ পয়সা ও পাইনি।

আল-কায়দা/IS/আনসার-আল-ইসলাম/ABT এই জাতীয় কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের সাথে আমার কোন দূরতম সম্পর্ক নাই। আমি একজন মুসলিম হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছি। তাও সরকারের খাতায় আমি এখন একজন

৭

সক্রিয় আল-কায়েদার কর্মী। পরিশেষে বাংলাদেশের নাস্তিকদের সম্পর্কে কিছু কথা বলি। বাংলাদেশে আমরা যাদের Free thinker বা মুক্তমনা হিসাবে ধারনা করি তারা আসলে কেউই মুক্ত চিন্তার পথিক নয়। তারা মূলত ইউরোপ আমেরিকার assylum প্রত্যাশী। ঘরে চাল নেই, চল মুসলমানদের নবী মুহাম্মদকে গালিগালাজ শুরু করি। শিক্ষাদীক্ষায় কম যোগ্যতা থাকার কারনে বা আর্থিক অসামর্থ্যের কারনে যাদের পক্ষে কোন দিনও ইউরোপ-আমেরিকা পাড়ি দেবার সামর্থ্য ছিল না, তারাই বর্তমানে মুসলমানদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালিগালাজ করে স্ক্যান্ডেনেভিয়ার দেশগুলির নাগরিক হবার স্বপ্ন দেখছে।

আমার সাথে এই আওয়ামী লীগ সরকার এই আচরন গুলি করেছে এই কারনে যেন অবিষ্যতে আর কেউ কোন দিন আসল নাম ছবি ব্যবহার করে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লেখালেখি না করে। মূলত শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি Atheist- Republic State এ পরিনত করতে চাচ্ছে। যারা ধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছে শেখ হাসিনা তাদেরকে রাজকীয় কায়দায় ইউরোপ আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আর আমি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছি সেই জন্য এই আওয়ামী লীগ সরকার আমাকে দীর্ঘদিন

বাংলাদেশ অনলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
দুই টাকা



কারাগারে অন্তরীন অবস্থায় রেখেছে। যাই হোক আমি আপনার কাছে এই মামলায় বেকসুর খালাস প্রার্থনা করছি।

স্বাক্ষর/ শাফিউর রহমান ফারাবী।

২৭/১/২০২১

30.9.21
Type by: Hirendra

Read by : ০৬.১০.২০২১

Exd by : Azmin 03.10.2021.

০৬/১০/২০২১
মোছাঃ উম্মে নাসরীন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

০৬/১০/২০২১
সুপারিনটেনডেন্ট
ডেথ রেফারেন্স শাখা

সত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি
০৬/১০/২০২১
সহকারী রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ
(১৮৭২ ই সনের ১নং আইনের)
৭৬ ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত।

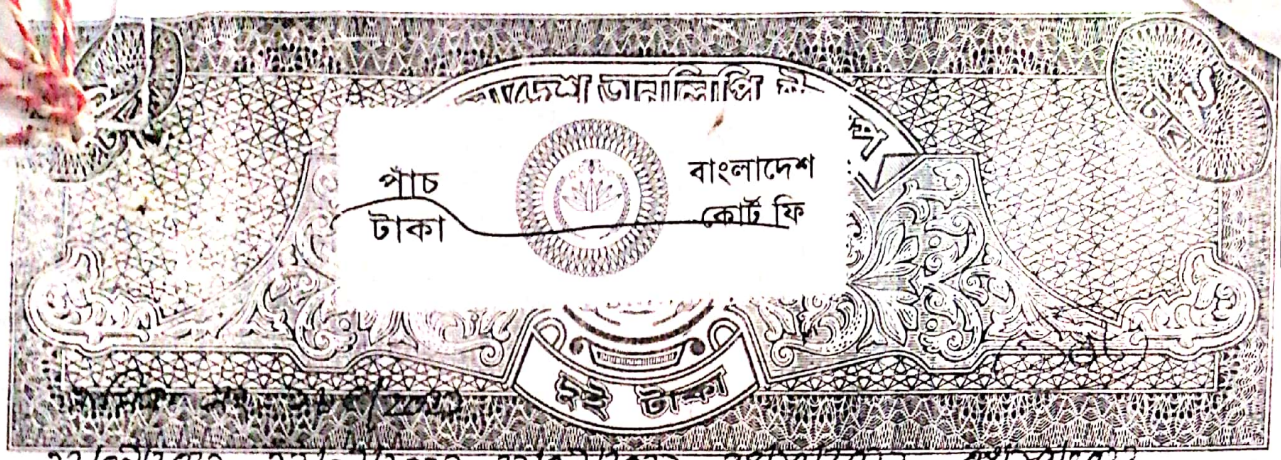

পাঁচ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

২২/০২/২০২১, ২২/০২/২০২১, ২২/০২/২০২১, ০৪/১০/২০২১, ০৪/১০/২০২১

# সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল,ঢাকা।

উপস্থিত ঃ মোঃ মজিবুর রহমান
বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ)
সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল,ঢাকা।

জেলা: ঢাকা।
**ডেথ রেফারেন্স নং- ৫৪/২০২১**
-রাষ্ট্র-
১। সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকুরিচ্যুত মেজর) (পলাতক) এবং অন্যান্য।

**সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-২৬/২০১৯**

শাহবাগ থানার মামলা নং-৫১(২)১৫, জি.আর-১০৪/১৫

রাষ্ট্র
-বনাম-

| |
|---|
| ১। সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকুরিচ্যুত মেজর) (পলাতক), পিতা- সৈয়দ মোহাম্মদ জিল্লুল হক, সাং- মোস্তফাপুর, থানা- মৌলভীবাজার সদর, জেলা-মৌলভীবাজার। |
| ২। আকরাম হোসেন @ আবির @ আদনান @ হাসিবুল @ আব্দুল্লাহ, (পলাতক) পিতা- আবুল কালাম বিশ্বাস, মাতা- হাসনাহেনা, সাং- ৩৫/১০ ধলপুর লিচু বাগান বৌবাজার, থানা- যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। |
| ৩। মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল @ সাকিব @ সাজিদ @ শাহাব, পিতা- মোঃ আবু তাহের, সাং- ভেটেশ্বর, থানা-আদিতমারি, জেলা- লালমনিরহাট। |
| ৪। মোজাম্মেল হুসাইন @ সায়মন @ শাহরিয়ার, পিতা- আবু মোহাম্মদ হুসাইন, সাং-মাইজবাড়ী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- ময়মনসিংহ। |
| ৫। মোঃ আরাফাত রহমান @ সিয়াম @ সাজ্জাদ, পিতা- মোঃ মোমিনুল হক, সাং- পুরাতন বাবু পাড়া, শহীদ ছমির উদ্দিন রোড,(পানির ট্যাংকির নিকট) থানা- সৈয়দপুর, জেলা- নীলফামারী ও |
| ৬। শাফিউর রহমান ফারাবী, পিতা- মৃত ফেরদৌস উর-রহমান, সাং-রহমান ভিলা, কুমাশীল মোড়, কালিশ্রী পাড়া, থানা-জেলা- বি-বাড়ীয়া। |

অভিযোগের ধারাঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(অ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারা।

আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী : নজরুল ইসলাম, এ.বি.এম খাইরুল ইসলাম লিটন, সেতারা বেগম, জাকির হোসেন ------------এডভোকেট।

রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী : মোঃ গোলাম ছারোয়ার খান (জাকির)--------------ভারঃ পি.পি।

Prince Alam Haolader
Advocate
Bar Hall No-02
Judge's Court, Sylhet
Mob: +88 01732-3414..

**রায় ঘোষণার তারিখ: ১৬/০২/২০২১ খ্রিঃ**

## রায়

প্রসিকিউশন পক্ষের আনীত মামলা এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ড. অজয় কুমার রায় এর পুত্র অভিজিত রায়, যুক্তরাষ্ট্রবাসী, গত ২০১৫ সনের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি মাসে তার বাবা-মাকে দেখার জন্য ঢাকায় আগমন করে। ২১শে বই মেলায় তার দুটি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

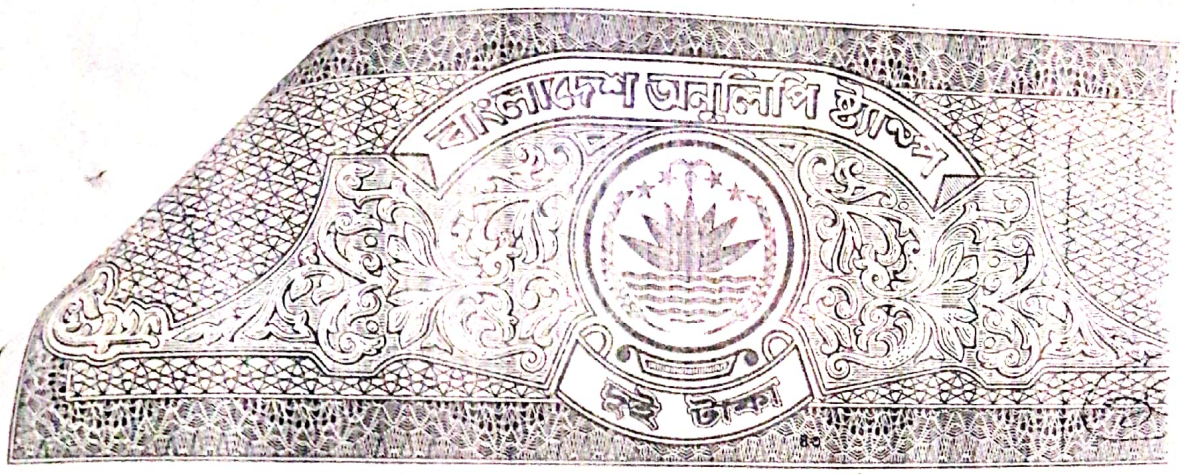

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি
পাঁচ টাকা



অবস্থান গ্রহণ করেছে। কাজেই আসামী মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল, আসামী আরাফাত রহমান ও মোঃ মোজাম্মেল হুসাইন সায়মনের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী আকরাম হোসেনের সংগঠনিক নাম হল আবির @ আদনান এবং এই আসামী আকরাম হোসেন অভিজিত রায়ের ছবি আসামী আবু সিদ্দিককে দেখায় এবং বিভিন্ন সময় অভিজিত রায়কে হত্যার অভিপ্রায়ে অনুসরণ করে এবং অভিজিত রায়কে হত্যার সময় ঘটনাস্থলের আশেপাশে মুকুল রানাদের সমর্থনে অবস্থান গ্রহণ করে অভিজিত রায় হত্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

**৫৫। আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী ঃ**

আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী অত্র মামলায় কোন দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় নি। আসামী মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল, মোঃ আরাফাত রহমান সিয়াম এবং মোজাম্মেল হুসাইন সায়মান তাদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর কথা উল্লেখ করেনি। অভিজিত রায়কে অনুসরণ করা কিংবা বই মেলা রেকি করা সহ কোন অভিযোগই আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

৫৬। আসামী মোজাম্মেল হুসাইন সায়মন এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিজিত রায়কে নাস্তিক ব্লগার আখ্যা দেয়া হয়েছে। পি.ডাব্লিউ-২৮, তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্যে বলে যে, আনসার আল ইসলাম এর সদস্যরা বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে মতামত প্রকাশে ও স্বাধীন কর্মকান্ড হতে বিরত রাখতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে ভিকটিম অভিজিত রায়কে নৃশংসভাবে কোপিয়ে হত্যা করে। সাক্ষ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আসামীরা সবাই নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলামের সদস্য এবং তারা অভিজিত রায়ের বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ এনে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলামের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত ছিল অভিজিত রায়কে হত্যা করা । মূল হত্যাকারী সহ অত্র মামলার অভিযুক্ত আসামীদের অভিন্ন অভিপ্রায় ছিল জননিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে মতামত প্রকাশ ও স্বাধীন কর্মকান্ড হতে বিরত রাখতে বাধ্য করার জন্য ব্লগার অভিজিত রায়কে হত্যা করা।

Prince Alam Haolader
Advocate
Bar Hall No-02
Judge's Court, Sylhet.
Mob: +88 01732-341478

৫৭। উপরোক্ত আলোচনা ০৩ জন আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং অন্যান্য সাক্ষ্য পর্যালোচনায় ইহা প্রমাণিত যে, আসামীরা সবাই সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলাম অর্থাৎ আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য এবং অভিযুক্ত আসামীরা সহ অভিজিত রায়ের মূল হামলাকারীরা বাংলাদেশে জননিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে মতামত প্রকাশ ও স্বাধীন কর্মকান্ড হতে বিরত রাখার জন্য ব্লগার অভিজিত রায়কে হত্যার অভিন্ন অভিপ্রায়ে আসামী মেজর সৈয়দ জিয়াউল হক ভিকটিম অভিজিত রায়কে হত্যার নির্দেশ দিয়ে এবং হত্যার সময় মূল হত্যাকারীদের

আশে পাশে অবস্থান করে এবং আসামী আকরাম হোসেন @ আবির অভিজিত রায়কে অনুসরণ করে এবং অভিজিত রায়ের উপর হামলার সময় ঘটনাস্থলের আশে পাশে অবস্থান করে এবং আসামী মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল অভিজিত রায়কে বিভিন্ন সময় অনুসরণ করে এবং তথ্য আদান প্রদান করে এবং ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে মূল হত্যাকারীদের গার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং আসামী মোজাম্মেল হুসাইন সায়মন অভিজিত রায়কে অনুসরণ করে এবং ঘটনার দিন বই মেলায় অভিজিত রায়ের আসার সংবাদটি মুকুল রানা এবং মেজর জিয়া সহ অন্যান্যদের জানিয়ে এবং অভিজিত রায়কে চাপাতি দিয়ে কোপানোর সময় মূল হত্যাকারীদের চারপাশে অবস্থান করে এবং আসামী মোঃ আরাফাত রহমান অভিজিত রায়কে অনুসরণ করে,বই মেলা রেকি করে, চাপাতি ও ব্যাগ ক্রয় করে, ব্যাগে চাপাতি নিয়ে ঘটনার দিনে অভিজিত রায়ের গাড়ীর পাশে অবস্থান গ্রহণ করে এবং অভিজিত রায়কে কোপানোর সময় মূল হামলাকারীদের সাথে যোগ দিয়ে অভিজিত রায় হত্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। আসামী শফিউর রহমান ফারাবী এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

৫৮। উপরোক্ত আলোচনা ও সাক্ষ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আসামী ৫ জন যথা সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই, আকরাম হোসেন @ আবির @ আদনান @ হাসিবুল @ আব্দুল্লাহ, মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল @ সাকিব @ সাজিদ @ শাহাব, মোজাম্মেল হুসাইন @ সায়মন @ শাহরিয়ার ও মোঃ আরাফাত রহমান @ সিয়াম @ সাজ্জাদ নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলাম (আনসারুল্লাহ বাংলা টিম) এর সদস্য এবং সেজন্য এই ৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৮ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং আসামী শফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৮ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

Prince Alam Hawlader
Advocate
Bar Hall No-02
Judge's Court, Sylhet.
Mob: +88 01732-341478

৫৯। আসামী শফিউর রহমান ফারাবী সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারার অপরাধ করেছে কিনা।

আসামী শফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল শফিউর রহমান ফারাবী অভিজিত রায় হত্যায় প্ররোচনা দিয়েছে এবং সহায়তা করেছে।

এখন দেখা যাক, প্রসিকিউশন পক্ষ শফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে কিনা।

প্রঃসাক্ষী-২৬ সাক্ষ্যে বলে "শফিউর রহমান ফারাবী ০৩/১১/২০১৩, ০৫/১১/২০১৩ এবং ১৭/০২/২০১৫ ইং তারিখ এবং ২৬/০২/২০১৫ ইং তারিখ সমসাময়িক লিংক এবং অভিজিত রায়ের বিরুদ্ধে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়। ১৭/০২/২০১৫ ইং তারিখ শফিউর রহমান ফারাবী ফেসবুক স্ট্যাটাসে উল্লেখ করে যে, এই অভিজিত রায়কে হত্যা করা কি তাদের মুসলমানদের উপর ফরজ নয়"

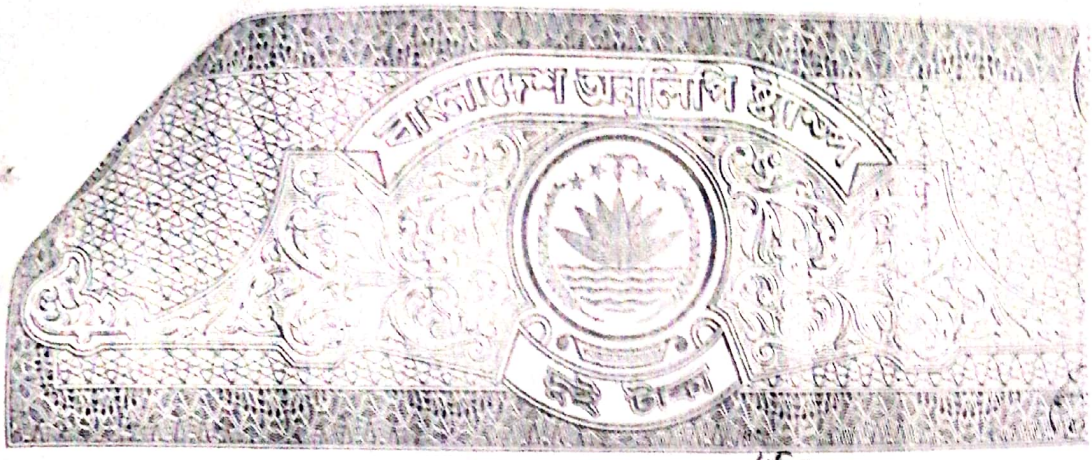



পি.ডাব্লিউ-২৮ সাক্ষ্যে আরো বলে "২৮/০১/২০১৪ তারিখের ফেইসবুক স্টেটাস শাফিউর রহমান ফারাবী অভিজিত রায় তার স্ত্রী ও মেয়ের ছবি প্রকাশ করে এবং তারা আমেরিকার Louisiana প্রদেশের Orleans city তে থাকে বলে উল্লেখ করে এবং যারা আমেরিকায় থাকে তারা তার ব্যাপারে খোজ খবর জানান বলে উল্লেখ করে। ফারাবী অভিজিত রায়ের ফেইসবুক আইডি উল্লেখ করেন তার স্টেটাস এ।

শাফিউর রহমান ফারাবী ফেসবুক এ মন্তব্য করে " মান্নান রাহী অভিজিত রায় আমেরিকায় থাকে। তাই তাকে এখন হত্যা করা সম্ভব না। তবে সে যখন দেশে আসবে তখন তাকে হত্যা করা হবে।"

অভিজিত রায়ের প্রতি শাফিউর রহমান ফারাবী এসব উক্তি অভিজিত রায়কে হত্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য প্রদান সহ প্ররোচনা যুগিয়েছে এবং সে একজন প্ররোচনা দানকারী ও সহায়তাকারী।"

আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর ফেইসবুক স্ট্যাটাস, প্রদর্শনী-২৫ সিরিজ হিসেবে সাক্ষ্যে এসেছে। আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী ফৌজদারী কার্যবিধি আইন এর ৩৪২ ধারায় পরীক্ষাকালে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী বলে যে, ১৭ই মার্চ ২০১৪ এবং ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তে ফেইসবুক স্ট্যাটাসগুলো তার।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী স্বীকার করে নিচ্ছে যে, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ এবং ১৭ই মার্চ ২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ফেইসবুক স্ট্যাটাসগুলো তার।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ এবং ১৭ই মার্চ ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর ফেইসবুক স্ট্যাটাসগুলো, প্রদর্শনী-২৫ সিরিজ হিসেবে সাক্ষ্যে এসেছে। ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ফেইসবুক স্ট্যাটাসে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী অভিজিত রায়কে নাস্তিকদের গুরু বলে বিষোদগার করেছে এবং অভিজিত রায় নাস্তিকতার আড়ালে মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসের মিশনে নেমেছে বলে উল্লেখ করেছে। ১৭ই মার্চ ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ফেইসবুক স্ট্যাটাসে এক পর্যায়ে উল্লেখ করে " আর অভিজিত রায় যদি আমাদের মাদেরকে বলে যে আমাদের মা রা ছিল বেশ্যা তাইলে এই অভিজিত রায়কে হত্যা করা কি আমাদের মুসলমানদের উপর ফরজ না"।

০৯/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের একটি ফেইসবুক স্ট্যাটাসের কমেন্টসে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী মন্তব্য করে "মান্নান রাহি অভিজিত রায় আমেরিকায় থাকে তাই এখন তাকে হত্যা করা সম্ভব না। তাই যখন সে দেশে আসবে তখন তাকে হত্যা করা হবে।" ২৮/১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আরেকটি ফেইসবুক কমেন্টসে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী অভিজিত রায়, তার স্ত্রী এবং কন্যার একটি ছবি আপলোড করে মন্তব্য করে "এটি হল অভিজিত রায় ও তার স্ত্রী বন্যা আহমেদ ও তার মেয়ের ছবি । এরা সব আমেরিকায় Louisiana, প্রদেশে New Orleans City তে থাকে।"

পি-ডাব্লিউ-২৮ এর সাক্ষ্য, প্রদর্শনী-২৫ সিরিজ পর্যালোচনায় এবং সাক্ষ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী ভিকটিম অভিজিত রায়কে নাস্তিক হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং অভিজিত রায়, তার স্ত্রী ও মেয়ের ছবি আপলোড করে অভিজিত রায়কে হত্যার জন্য ফেইসবুকে উন্মুক্ত আহবান করেছে। আসামী মোজাম্মেল হুসাইন সায়মন দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে অভিজিত রায়কে নাস্তিক ব্লগার

Prince Alam Haolader
Advocate
Bar Hall No-02
Judge's Court, Sylhet.
Mob: +88 01732-341478

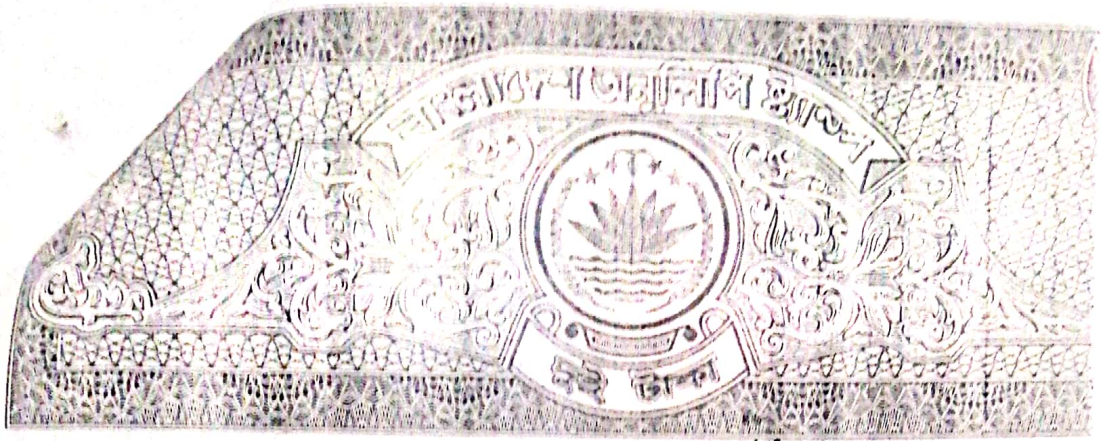

বাংলাদেশ কোর্ট ফি
পাঁচ টাকা



হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর সংগে অভিযুক্ত অন্য ০৫ জন আসামী যথা সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই, আকরাম হোসেন @ আবির @ আদনান @ হাসিবুল @ আব্দুল্লাহ, মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল @ সাকিব @ সাজিদ @ শাহাব, মোজাম্মেল হুসাইন @ সায়মন @ শাহরিয়ার ও মোঃ আরাফাত রহমান @ সিয়াম @ সাজ্জাদ এর সম্পর্ক সাক্ষ্যে আসেনি। অভিজিত রায়কে নাস্তিক ব্লগার হিসেবে আখ্যা দেয়ার বিষয়ে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর সংগে অভিযুক্ত অন্য ০৫ জন আসামীর অভিন্ন মিল রয়েছে। অভিজিত রায়কে নাস্তিক ব্লগার হিসেবে আখ্যা দিয়ে হত্যা করায় এবং আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী কর্তৃক অভিজিত রায়কে নাস্তিক ব্লগার হিসেবে আখ্যা দেয়ায় এবং অভিজিত রায়, তার স্ত্রী ও মেয়ের ছবি আপলোড করে অভিজিত রায়কে হত্যার জন্য ফেইসবুকে উন্মুক্ত আহবান করায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ০৫ জন আসামী যথা সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই, আকরাম হোসেন @ আবির @ আদনান @ হাসিবুল @ আব্দুল্লাহ, মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল @ সাকিব @ সাজিদ @ শাহাব, মোজাম্মেল হুসাইন @ সায়মন @ শাহরিয়ার ও মোঃ আরাফাত রহমান @ সিয়াম @ সাজ্জাদ আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে অভিজিত রায়কে হত্যার অভিন্ন অভিপ্রায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে এবং মূল হামলাকারীদের দিয়ে অভিজিত রায়কে হত্যা করেছে। আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী ফেইসবুকে অভিজিত রায়, তার স্ত্রী ও মেয়ের ছবি আপলোড করে অভিজিত রায়কে চিনিয়ে দিয়ে মূল খুনিদের সহায়তা করেছে।

Prince Alam Haolader
Advocate
Bar Hall No-02
Judge's Court, Sylhet.
Mob: +88 01732-341478

আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন কালে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়নি। আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারার অপরাধ প্রামাণিত হওয়ায় উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হল। সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারার এর সাজা সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারার সাজার চেয়ে কম হওয়ায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারায় গঠিত অভিযোগটি ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ২২৮ ধারা অনুযায়ী আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীকে নতুন করে পাঠ করে শুনানোর প্রয়োজন নেই এবং এতে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর Prejudice হওয়ার কোন কারণ নেই।

উপরোক্ত আলোচনা ও সাক্ষ্য পর্যালোচনায় ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারায় অপরাধ করেছে।

৬০। এখন দেখা যাক প্রসিকিউশনপক্ষ আসামীগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৯/১০/১২/১৩ ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে কিনা।

আসামী সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই (পলাতক), আকরাম হোসেন @ আবির @ আদনান @ হাসিবুল @ আব্দুল্লাহ (পলাতক), মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল @ সাকিব @

46

শফিকুর রহমান ফারাবী একজন বাংলাদেশী মুসলিম ব্লগার, যিনি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করার জন্য আজকে দীর্ঘ ৮ বছর ধরে কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী। বাংলাদেশের তথাকথিত মুক্তমনা ব্লগার অভিজিৎ রায়ের হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দেবার অভিযোগে উনার যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে। আবার অনলাইনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে কটূক্তি করার অপরাধে, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার একটি মামলায় উনার ৭ বছর কারাদণ্ড হয়েছে। শুধুমাত্র লেখালেখি করার অপরাধে কারো মোট ৩৭ বছর সাজা হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। islamist দের মাঝে ফারাবীরই প্রথম তথ্যপ্রযুক্তি

আইনের ৫৭ ধারায় মামলা হয়। ব্লগার ফারাবী তার Facebook ID ও Page এ Farabi blog এ এবং তার ইসলাম, নবীজীর জীবন চরিত (সীরাত) নিয়ে তথাকথিত মুক্তমনা ব্লগারদের অপপ্রচারের জবাব দিতেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের প্রকৃত পরিচয় উল্লেখ করে লেখালেখী করার ধারা ফারাবীর মাধ্যমেই সূচিত হয়। ফারাবীর লেখালেখীর মাধ্যমেই গনজাগরন মঞ্চের স্বরূপ সবার কাছে উন্মোচিত হয়। ব্লগার ফারাবীর প্রচারনার ফলেই রকমারী ডট কমে অভিজিৎ দাদের বই বিক্রি বন্ধ হয়। নাস্তিক এবং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে লেখালেখী করার কারনে ফারাবীর বিরুদ্ধে এই পর্যন্ত ৫ টি মামলা হয়েছে। এর মাঝে ২টি সন্ত্রাস দমন আইনে ও বাকী ৩টি তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায়। একজন ব্লগার হিসাবে মুসলিম সমাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধ, শফিউর রহমান ফারাবী সাফল্যের সাথে পালন করেছেন।

করা হলে তথাকার চিকিৎসক DMCH তে রেফার্ড করে। DMCH এর চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে ভর্তি করে এবং ১০/০৯/১৬ খ্রিঃ তারিখ ছাড়পত্র সহকারে কারাগারে ফেরৎ আসে। পরবর্তীতে ০৯/১০/১৬ খ্রিঃ তারিখ সহকারী সার্জন কারা হাসপাতাল কেরানীগঞ্জ ঢাকা এর পরামর্শে DMCH তে প্রেরন করা হলে চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে ভর্তি করে এবং ৩০/১১/১৬ খ্রিঃ তারিখ ছাড়পত্র সহকারে কারাগারে ফেরৎ আসে। সর্বশেষ ০৩/১২/১৬ খ্রিঃ তারিখ সহকারী সার্জন কারা হাসপাতাল কেরানীগঞ্জ ঢাকা এর পরামর্শে DMCH তে প্রেরন করা হলে চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৭/১২/২০১৬ খ্রিঃ দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মৃত্যুবরন করে। সন্দিগ্ধ অপর গ্রেফতারকৃত আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী (২৯) এর ফেইসবুক স্ট্যাটাস পর্যালোচনা করি। আসামী ফারাবীর ফেইসবুক একাউন্ট (Shafiur Rahman- ফারাবী শাফিউর রহমান) এ আমার নিজ ফেইসবুক একাউন্ট এর মাধ্যমে প্রবেশ করে তার প্রদত্ত স্ট্যাটাস পর্যালোচনা করি। ফারাবীর দেয়া গত ২ ডিসেম্বর/২০১৩ , ৫ ডিসেম্বর /২০১৩ এবং ১৭ মার্চ ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে দেওয়া ফেইসবুক স্ট্যাটাস প্রিন্ট করি। ২ ডিসেম্বর এবং ৫ ডিসেম্বর /২০১৩ তে তার স্ট্যাটাস এ সমকামিতার বিরুদ্ধে এবং সেখানে অভিজিৎ রায় এর সমকামিতা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করে। ১৭ মার্চ ২০১৪ খ্রিঃ তার স্ট্যাটাস টি ছিল " এই ২০১৪ সালেও হিন্দু মেয়েরা বাপ মা স্বামীর সম্পত্তির মালিক হয়না, কোটি পতি বাপের মেয়ে হলেও।" এই শিরোনামে। এই স্ট্যাটাটিতে একপর্যায়ে অভিজিৎ রায়ের প্রতি ফেল এত ক্ষেপে তা বলে এভাবে, জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখে মুক্তমনা ব্লগে " বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নতুন সংযোজন 'ধর্ম ও নৈতিকতা' নিয়ে কিছু কথা " এই নাম শীর্ষক ব্লগে অভিজিৎ রায় ৩ জন সম্মানিত উম্মুল মুমেনীন হযরত রায়হানা, হযরত সাফিয়া ও হযরত জুহায়রিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহা কে রক্ষিতা বা বেশ্যা বলে অভিহিত করে পুরা মুসলিম জাতিকে অপমানিত করেছেন। শুধু তাই নয় এই অভিজিৎ রায় উনার ঐ ব্লগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাকি ২০/২২ জন স্ত্রী ছিল এই চরম মিথ্যা কথাটাও বলেছেন। ইসলামের সিরাত গ্রন্থগুলি হচ্ছে সীরাতে ইবনে ইসহাক সীরাতে ইবনে হিশাম। এইসব সিরাতে স্পষ্ট বলা আছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিল ১১ জন। এই সব সীরাতে হযরত সাফিয়া , হযরত জুহায়রিয়া, হযরত মারিয়া কিবতিয়া , হযরত রায়হানা উনাদের বলা হয়েছে উম্মুল মুমেনীন। কিন্তু অভিজিৎ রায় আলী সিনা , মোহাম্মদ আলী এইসব খৃষ্টান মিশনারীদের রেফারেন্সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ৩ জন স্ত্রী হযরত রায়হানা, হযরত সাফিয়া ও হযরত জুহায়রিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহা কে রক্ষিতা বা বেশ্যা বলে অভিহিত করে পুরা মুসলিম জাতিকে অপমানিত করেছেন। আচ্ছা আপনার মাকে কেউ যদি বলে যে আপনার মা হচ্ছে আপনার পিতার রক্ষিতা তাইলে কি আপনি সেই ব্যাক্তিকে হত্যা করবেন না? আর সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা হল উম্মুল মুমেনীন বা মুমিনদের মাতা। আর অভিজিৎ রায় যদি আমাদের মা' দের কে বলে যে আমাদের মা রা ছিল বেশ্যা তাইলে এই অভিজিৎ রায়কে হত্যা করা কি আমাদের মুসলমানদের উপর ফরজ না ?" ইহা ছাড়া গত ২৮ /০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী তার ফেইস বুক আইডিতে অভিজিৎ রায় তার স্ত্রী এবং মেয়ের ছবি প্রকাশ করে বলে এরা সব আমেরিকার Louisiana প্রদেশ New Orleans city তে থাকে। ফারাবী তার ফেইসবুক আইডিতে অভিজিৎ রায়ের ফেইসবুক আইডি www.facebook.com/ Avijit.Roy.MuktoMona প্রকাশ করে এবং যারা আমেরিকাতে থাকে তাদের খোজখবর নিতে বলে। ইহা ছাড়াও ফারাবী অপর আসামী মান্নান রাহী কে ফেইসবুকে লিখে , মান্নান রাহী অভিজিৎ রায় আমেরিকা থাকে তাই তাকে এখন হত্যা করা সম্ভব না তবে সে যখন দেশে আসবে তখন তাকে হত্যা করা হবে। অভিজিৎ রায়ের প্রতি আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর এমন সব উক্তি অভিজিৎ রায় কে হত্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য প্রদান সহ প্ররোচনা যুগিয়েছে। সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে জানা যায় অভিজিৎ রায় কে হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীদের তথ্য প্রদানসহ উৎসাহ এবং প্ররোচনা যুগিয়েছে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর ফেইসবুক স্ট্যাটাস। তাই প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হয় অত্র মামলার ঘটনা অভিজিৎ রায় হত্যা মামলায় শাফিউর রহমান ফারাবী একজন প্ররোচনাকারী ও তথ্য প্রদান করে সহায়তাকারী। আমি মামলাটি তদন্ত কালে ধানমন্ডি ২৭ নং রোডে Bar B Q To Night. রেষ্টুরেন্ট টি পরিদর্শন করি। আমার পরিদর্শন কালে ম্যানেজার আসামীদের তাদের রেষ্টুরেন্টে এ উল্লেখিত বর্ণনার সাথে

Shafiur Rahman Farabi-ফারাবী শফিউর রহমান
March 17, 2018

এই ২০১৪ সালেও হিন্দু মেয়েরা বাপ মা স্বামীর সম্পত্তির মালিক হয় না, কোটিপতি বাপের মেয়ে হলেও।

বাংলাদেশের নাস্তিকদের বিবেক বলে কিছু নেই। এরা স্বার্থগত কারণে যাকে তাকে মাথায় তুলে, আবার তাদের মতের বিরুদ্ধে গেলে সাথে সাথেই তাকে লাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। এখানেই নাস্তিকদের সাথে মুসলমানদের পার্থক্য। যেই রকমারির মালিক সোহাগ ভাই একসময় মুক্তমনাদের খুবই প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন আর এখন নাস্তিকরা সোহাগ ভাইয়ের ১৪ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে। শুধু তাই নয় রকমারির মালিক সোহাগ ভাইকে এখন অভিজিৎ গংরা জামাত শিবির ট্যাগও দিচ্ছে। নাস্তিকদেরকে ধিক্কার তারা নিজের মনমতো না হলেই যাকে তাকে জামাতি বানিয়ে দিবে। এতদিন যেই সোহাগের সাথে নাস্তিকরা ভাল সম্পর্ক রেখেছে, এখন তাকে এককথায় নাস্তিকরা জামাত শিবির বানিয়ে ছাড়ছে। শুধু তাই নয় সোহাগ ভাইয়ের এই রকমারি কে বর্জন করার জন্য নাস্তিকরা ইভেন্ট ও পেইজও খুলেছে। তাইলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই নাস্তিকরা হলো বেঈমান, তাই এদের থেকে সবার সাবধান হওয়া উচিত। সোহাগ ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে উনি হাদীস বিকৃতিকারী মালাউন অভিজিৎ রায়ের বই উনার রকমারি থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। আমি আশা করি রকমারি ডট কমের মালিক মাহমুদুল হাসান সোহাগ ভাই আরজ আলী মাতুব্বর, হুমায়ন আজাদ, তসলিমা নাসরীনের নাস্তিকতা বিষয়ক বইগুলিও রকমারি থেকে সরিয়ে ফেলবেন। নাস্তিকদের বইগুলি যারাই বের করুক না কেন কারো ঠেকা পরে নাই যে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে যেয়ে নাস্তিকদের এইসব বস্তাপচা বই কিনবে। কিন্তু এই রকমারির মাধ্যমেই নাস্তিকদের এইসব বই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। তাই রকমারির প্রতি আমার এত ক্ষোভ ছিল। তবে আমি আশা করি রকমারিতে আর কখনই নাস্তিকদের এইসব বস্তাপচা বই বিক্রি হবে না। আর বাংলাদেশে নাস্তিকের সংখ্যা ১০০০ এর বেশী নাই। আর এই ১০০০ লোক রকমারি থেকে বই না কিনলেও Mahmudul Hasan Sohag ভাই না খেয়ে মরবেন না। আর উনি তো উনার উদ্ভাস কোচিং এর মাধ্যমেই লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছেন। আমার তো মনে হয় মাইক্রোসফটে চাকরি করলেও সোহাগ ভাই এত টাকা কামাতে পারতেন না।

এখন এই মালাউন অভিজিৎ রায়ের প্রতি আমার এত ক্ষোভ কেন তা আপনাদের কে একটু বলি। জানুয়ারী মাসের ২২ তারিখে মুক্তমনা ব্লগে "বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নতুন সংযোজন 'ধর্ম ও নৈতিকতা' নিয়ে কিছু কথা" এই নাম শীর্ষক ব্লগে অভিজিৎ রায় ৩ জন সম্মানিত উম্মুল মুমেনীন হযরত রায়হানা, হযরত সাফিয়া ও হযরত জুহায়রিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা কে রক্ষিতা বা বেশ্যা বলে অভিহিত করে পুরা মুসলিম জাতিকে অপমানিত করেছিল। শুধু তাই নয় এই অভিজিৎ রায় উনার ঐ ব্লগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাকি ২০/২২ জন স্ত্রী ছিল এই চরম মিথ্যা কথাটাও বলেছেন। ইসলামের সীরাত গ্রন্থ গুলি হচ্ছে সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম। এইসব সীরাতে স্পষ্ট বলা আছে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিল ১১ জন। এইসব সীরাতে হযরত স্যাফিয়া,হযরত জুহায়রিয়া,হযরত মারিয়া কিবতিয়া ও হযরত রায়হানা উনাদের বলা হয়েছে উম্মুল মুমেনীন। কিন্তু এই অভিজিৎ রায় আলী সিনা, মোহাম্মদ আলী এইসব খৃস্টান মিশনারীদের রেফারেন্সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ৩ জন স্ত্রী হযরত রায়হানা, হযরত সাফিয়া ও হযরত জুহায়রিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা কে রক্ষিতা বা বেশ্যা বলে অভিহিত করে পুরা মুসলিম জাতিকে অপমানিত করেছেন। আচ্ছা আপনার মাকে কেউ যদি বলে যে আপনার মা হচ্ছে আপনার পিতার রক্ষিতা তাইলে কি আপনি সেই ব্যক্তিকে হত্যা করবেন না ? আর সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা হল উম্মুল মুমেনীন বা মুমিনদের মাতা। আর অভিজিৎ রায় যদি আমাদের মাদের কে বলে যে আমাদের মা রা ছিল বেশ্যা তাইলে এই অভিজিৎ রায়কে হত্যা করা কি আমাদের মুসলমানদের উপর ফরজ না ? কারো বিবাহিত স্ত্রীকে রক্ষিতা বলাই কি বাক স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার প্রকাশ ? তারপর দীর্ঘদিন ধরে এই অভিজিৎ রায় আত তাবারী নামক একটি ইতিহাস গ্রন্থ কে হাদীস গ্রন্থ বলে চালিয়ে যাচ্ছিল আমাদের মাঝে। অভিজিৎ রায় তার লেটে ও ব্লগে প্রায়ই বলে যে আত তাবারীই নাকি হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সম্পর্কে জানার সবচেয়ে ভাল উৎস ! অভিজিৎ রায়ের কথা হচ্ছে বুখারী মুসলিম তিরমিযী সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম বাদ দিয়ে আমরা মুসলমানরা এখন থেকে ইসলাম জানব আত তাবারী নামক একটা ইতিহাস গ্রন্থ থেকে। তারপর এই অভিজিৎ রায় প্রায়ই কোরআন হাদিস বিকৃতি করে। সূরা আত তাহরীমের ১ম ১২ আয়াতের শানে নুযুলে উম্মুল মুমেনীন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Shafiur Rahman Farabi-ফারাবী শাফিউর রহমান

December 5, 2013

এটি আমার সমকামিতার বিরুদ্ধে দেয়া 4th status:-

*******************************

সমকামিতার পক্ষে কথা বলতে যেয়ে অভিজিৎ রায় Hermaphrodite বা উভলিঙ্গ বৈশিষ্ট্য যুক্ত কিছু প্রাণির কথা উল্লেখ করেছেন। খাইস্তা থেকে শুরু করে প্যারট ফিশ, ক্লাউন ফিশ এমনকি আমাদের সুপরিচিত কেঁচো, জোঁক যাদের মাঝে পুং ও স্ত্রী উভয় জননাঙ্গ থাকে এদের কথা অভিজিৎ রায় বলেছেন। অভিজিৎ রায়ের কথা হল যেহেতু প্রানি জগতে উভলিঙ্গ প্রানি অনেক আছে তাই আমাদের মানব জাতির মাঝে যারা উভলিঙ্গ থাকে যেমন হিজরা অথবা কোন ছেলের মাঝে যদি মহিলাদের ন্যায় progesterone হরমোন বেশী থাকে তাইলে আমাদের উচিত তাদের এই বৈশিষ্ট গুলি কে খুব সহজ ভাবে নেয়া। আচ্ছা মানুষ কি একলিঙ্গ প্রাণী নাকি উভলিঙ্গ প্রাণী? মানুষ অবশ্যই একটি একলিঙ্গ প্রাণী। তবে অনেক সময় জেনেটিক ত্রুটির কারনে কোনও কোনও মানুষের অস্বাভাবিক অপুরনাঙ্গ স্ত্রী ও পুং জননাঙ্গ একই সাথে উপস্থিত থাকতে পারে। এটা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে থাকা উভলিঙ্গ প্রাণীর মত নয়। বরং এটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় intersex-যাদের কে আমরা হিজরা বলে থাকি। মানবজাতির ক্ষেত্রে Hermaphrodite বৈশিষ্ট্য কে INTERSEX হিসাবে অভিহিত করা হয়। আর INTERSEX বলতে হিজরাদেরকেই বুঝানো হয়। এমনকি কোন ছেলের মাঝে যদি মেয়েলি বৈশিষ্ট্য বেশী প্রকাশ পায় অর্থ্যাৎ progesterone হরমোনের বেশী আধিক্য থাকে তাইলেও তাকে ঐ INTERSEX এর কাতারেও ফালানো হয়। আসলে প্রত্যেকটা হিজরার মাঝেই হয় মেয়েলী বৈশিষ্ট্য থাকে শতকরা ৮০ ভাগ আর পুরুশালী বৈশিষ্ট্য থাকে শতকরা ২০ ভাগের মত। অথবা কোন হিজরার মাঝে পুরুষালী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে শতকরা ৮০ ভাগ আর মেয়েলী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে শতকরা ২০ ভাগের মত। তাই ইসলামী শরীয়ত হিজরাদের কে হয় ছেলে বা মেয়ে হিসাবে জীবন যাপন করতে বলেছে কিন্তু কখনই হিজরাদের ন্যায় চলাফেরা করতে ইসলাম অনুমতি দেয় নি। অভিজিৎ রায় INTERSEX বা হিজড়াদের মাঝে যে একই সঙ্গে পুরুষ ও স্ত্রী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাকে স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দিতে চান। অভিজিৎ রায় আদিকাল থেকে যে মানব সমাজে হিজড়া জন্ম নিচ্ছে তার উদাহরণ দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে , হিজড়াদের যৌন অঙ্গের বিন্যাস নাকি স্বাভাবিক। আচ্ছা আদিকাল থেকেই তো মানব সমাজে জন্মান্ধ , বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। তাই বলে কি আপনি এই জন্মান্ধ, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম কে স্বাভাবিক বলবেন? মেডিক্যাল সায়েন্সের ভাষায় INTERSEX বা হিজড়াদের কে বলা CHROMOSOMAL ABNORMALITY বা CHROMOSOMAL DISEASE, বর্তমানে কোন শিশু যদি জন্ম নেবার সময় তার যৌনাঙ্গ ঠিক ভাবে প্রস্ফুটিত না হয় তাইলে সাথে সাথে চিকিৎসা করে তার যৌনাঙ্গ কে হয় ছেলেদের শিশ্ন বা মেয়েদের যোণীর ন্যায় করে দেয়া হয়। অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর কোন ছেলের মাঝে যদি মেয়েদের progesterone হরমোনের বেশী আধিক্য থাকে তাইলে তাকে হরমোন থেরাপী দিয়ে সুস্থ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের আবাল নাস্তিকদের গুরু অভিজিৎ রায়ের কথা হল আমাদের উচিত এই হিজরা ও কোন ছেলের মাঝে যদি মেয়েলী বৈশিষ্ট বেশী থাকে তাইলে এটাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহন করা। এমনকি অভিজিৎ রায় এই ক্ষেত্রে ঐ মেয়েলী বৈশিষ্ট সম্পন্ন ছেলের লিঙ্গ পরিবর্তন করে তাকে মেয়ে হতে বলেছেন। হায়! সমকামিতার ন্যায় পাপ কে বৈধ করার জন্য এখন অভিজিৎ রায়ের কাছে INTERSEX এর ন্যায় CHROMOSOMAL ABNORMALITY বা CHROMOSOMAL DISEASE গুলি খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একটা ছেলের শরীরের ক্রমোসম হবে XY আর একটা মেয়ের শরীরের ক্রমোসম হবে XX, এখন কোন ক্ষেত্রে যদি কোন ছেলের বা মেয়ের শরীরে XO, XXY ক্রমোসম থাকে তাইলে সে অবশ্যই কোন না কোন CHROMOSOMAL DISEASE এ আক্রান্ত। অভিজিৎ রায় উনার সমকামিতা নিয়ে লেখা বইটাতে ভাব গম্ভীরতার সাহায্যে কয়েকটি CONDITION এর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, KLINEFELTER"S SYNDROME, TURNER"S SYNDROME. আপনারা সবাই GOOGLE এ CHROMOSOMAL ABNORMALITY বা CHROMOSOMAL DISEASE লিখে সার্চ দেন। তাইলে দেখবেন এই রোগ-গুলোর নামই ভেসে আসছে। আপনি যেকোনো চিকিৎসক বা মেডিক্যাল শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এগুলো রোগ নাকি মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ? নিশ্চিতভাবেই তারা আপনাকে জানাবে যে, মেডিকেলের বিশ্ব স্বীকৃত সকল বই অনুসারেই এগুলো কিছু ক্রোমোসমাল রোগ। যেখানে স্বাভাবিক নারী পুরুষের ক্রমোসম বিন্যাস হয় XX ও XY কিন্তু কেউ যদি KLINEFELTER"S SYNDROME, TURNER"S SYNDROME এ আক্রান্ত হয় তাইলে তার ক্রমোসমের বিন্যাস হবে XO অথবা XXY মত অস্বাভাবিক বিন্যাস। তাই কোন ছেলের মাঝে যদি মেয়েলী আচরণ গত কোন

এক কুকুরের আচরণ বলা যায় না ঠিক তেমনি ভাবে জেণেটিক রোগে আক্রান্তদের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যকেও স্বাভাবিক বলে ঘোষণা করার কোনও সুযোগ মুক্তমনা আর সচলায়তন ব্লগে থাকলেও মেডিকেল সাইন্সে অন্তত নেই। যেখানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আপ্রান চেষ্টা করছে মানুষ কে হরমোন থেরাপী দিয়ে সুস্থ রাখতে সেইখানে বাংলাদেশের আবাল নাস্তিকদের গুরু অভিজিৎ রায় INTERSEX, KLINEFELTER"S SYNDROME, TURNER"S SYNDROME কে মানব জাতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ঠ বলে চালিয়ে দেবার আপ্রান চেষ্টা করছে। আসলে এই অভিজিৎ রায়ের মত ব্যক্তিদের জন্যই আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আল কোরআনের সূরা আরাফের ১৪৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন- " তারা যদি সঠিক পথ দেখতেও পায়, তবু তারা সঠিক পথকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, আর যদি কোথাও কোনও বাঁকা পথ তারা দেখতে পায়, তাহলে সেই বাকা পথকেই তারা অনুসরণযোগ্য পথ হিসেবে গ্রহণ করবে।" বর্তমান পৃথিবীর আবাল নাস্তিকরা হল হুবহু আল কোরআনের সূরা আরাফের ১৪৬ নাম্বার আয়াতের প্রতিচ্ছবি।

Shafiur Rahman Farabi-ফারাবী শফিউর রহমান
December 2, 2013

এটা আমার সমকামিতার বিরুদ্ধে দেয়া ৩য় status:-

Parthenogenesis/পার্থেনোজেনেসিস হল এমন একটি অযৌণ প্রজনন যার জন্য কোন পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না। প্রাণিজগতের ভিতরে মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ ও পাখিসহ এরকম মোট ৭০ টি প্রজাতি আছে যে প্রজাতীর স্ত্রীরা কোন পুরুষ সঙ্গীর সাহায্য ছাড়াই অর্থ্যাৎ কোন পুরুষ দ্বারা তাদের ডিম্বানু নিষিক্ত করা ছাড়াই তারা বংশ বিস্তার করতে পারে। আমাদের মানব জাতীর ভিতরে কোন মেয়ে সন্তান ধারন করার জন্য অবশ্যই ঐ মেয়ের ডিম্বানু কোন পুরুষের শুক্রানো দ্বারা নিষিক্ত হতে হবে। কোন পুরুষের শুক্রানো ছাড়া কখনই কোন মেয়ের ডিম্বানু নিষিক্ত হতে পারবে না। কিন্তু প্রাণিজগতের ভিতরে হুইপটেল গিরগিটি থেকে শুরু করে মৌমাছি, কমোডো ড্রাগন, আঁশ পোকা এরকম প্রায় ৭০ টি প্রজাতি আছে যেইসব প্রজাতির ভিতরে Parthenogenesis/পার্থেনোজেনেসিস এর মত একটি অযৌণ প্রজনন ঘটে থাকে। এই সব প্রজাতির স্ত্রীলিঙ্গ গুলি নিজেরাই কোন পুরুষ সঙ্গীর সাহায্য ছাড়াই তাদের বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। সেইক্ষেত্রে তাদের ডিম্বানুর কোন নিষেক না ঘটে সরাসরী ভ্রনে পরিনত হয়। সাধারনত পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় স্ত্রী লিঙ্গ থেকে শুধু স্ত্রী লিঙ্গেরই জন্ম নেয়। তবে অনেক সময় পার্থেনোজেনেসিস এর মাধ্যমে স্ত্রী পুরুষ উভয় লিঙ্গের বাচ্চাই জন্ম হয়। যেমন পুরুষ কমোডো ড্রাগন এর ক্ষেত্রে ZZ এবং মেয়ে কমোডো ড্রাগন এর ক্ষেত্রে WZ ক্রোমোজম থাকে। দুটো ভিন্ন ক্রোমোজম থাকার কারণে মেয়ে কমোডো ড্রাগন এর ডিম্বে WW এবং ZZ দুটোই থাকতে পারে। তবে দেখা গেছে ZZ কেবল বেঁচে থাকতে পারে। অর্থাৎ, কমোডো ড্রাগন এর ক্ষেত্রে পার্থেনোজেনেসিস শুধুমাত্র ছেলের জন্ম দিতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে কোন প্রজাতির ভিতরে পার্থেনোজেনেসিস বা অযৌণ প্রজনন ও স্বাভাবিক যৌণ প্রজনন এই ২ টাই একসাথে চলে। যখন ঐ ৭০ টি প্রজাতির ভিতরে পুরুষ সঙ্গীর অভাব পরে তখন মেয়ে প্রজাতিরা নিজেরাই পার্থেনোজেনেসিস এর মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম দেয়। এটা মুলত প্রতিকূল পরিবেশেও যেন তাদের প্রজাতি গুলি বিলুপ্ত না ঘটে সেই জন্যই আল্লাহ সুবহানাতায়ালা তাদের মাঝে পার্থেনোজেনেসিস এর প্রক্রিয়া টি চালু করে রেখেছেন। উদ্ভিদ জগতের মাঝে শুধুমাত্র spirogyra উদ্ভিদেরই পার্থেনোজেনেসিস ঘটে থাকে।

মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ রায় পার্থেনোজেনেসিস বা অযৌণ প্রজননের সাথে প্রাণিজগতের সমকামিতার উদাহরন টেনে এনেছেন। আচ্ছা আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন এই পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য কি দুটি ভিন্ন নারীর ডিম্বাণু মিলিত হতে হয়? নিশ্চয়ই নয়। পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কোন যৌন মিলনেরও প্রয়োজনই হয় না। একটি মায়ের দেহে নিজে নিজেই কোনও প্রকার যৌন মিলন ছাড়া যখন ডিম বা বাচ্চা উৎপন্ন হয় তখনই তো তাকে Parthenogenesis বলা হয়। এবার সবাই আপনারা ভেবে দেখুন, এই পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সাথে সমকামিতার কি সম্পর্ক আছে? পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কখনই কোন মহিলা প্রজাতিকে অন্য কোন মহিলা প্রজাতির সাথে মিলিত হতে হয় না। উইকিপিডিয়ায় পার্থেনোজেনেসিস সম্পর্কে নিবন্ধটা হল এই লিংকে http://en.wikipedia.org/wiki/Parthenogenesis পুরা উইকিপিডিয়ায় কোথাও লিখা নাই যে পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কোন মহিলা প্রজাতিকে তার আরেক মহিলা প্রজাতির সাথে মিলিত হতে হবে। শুধু উইকিপিডিয়া না প্রাণিবিজ্ঞান বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ যারা পড়েন তারাও ভালভাবে জানেন যে এই পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কখনই কোন মহিলা প্রজাতিকে তার আরেক মহিলা প্রজাতির সাথে মিলিত হতে হয় না এবং তারা কখন যৌণ মিলন করেও না। পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়া হল একটা মহিলা প্রজাতির নিজের মাঝেই একটি স্বশাষিত অযৌণ প্রজনন যেই অযৌণ প্রজননের মাঝে কখনই কোন মহিলা প্রজাতির সংস্প্রশ থাকে না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ রায় উনার "সমকামিতা: একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান" এই বইয়ে কিভাবে

পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ার সাথে সমকামিতাকে মিলিয়ে ফেলেছেন। আর বাংলার আবাল নাস্তিকরা পার্থেনোজেনেসিস সম্পর্কে কোন পড়াশুনা না করেই এই পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়াকেই সমকামিতার সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। হুইপটেল গিরগিটির মাঝে পুরুষ প্রজাতি খুব কম থাকে। হুইপটেল গিরগিটির যখন ডিম পাড়ার সময় হয় তখন আরেক হুইপটেল গিরগিটি ঐ মা হতে যাওয়া ঐ হুইপটেল গিরগিটির পেটে একটা চাপ দেয়। ফলে মা হুইপটেল গিরগিটির পেট থেকে খুব সহজেই ডিম গুলি বের হয়ে আসে। অভিজিৎ রায় এই ঘটনার সাথে সমকামিতার